بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকা

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

Sisters' Forum In Islam

হজ্জ ও উমরাহ প্রশিক্ষন হালাকার পরিকল্পনাঃ

২য় হালাকাঃ

* হজ্জের শিক্ষা ও তাৎপর্য
* কাবা ঘরের পরিচিতি
* মক্কার ও হজ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত ইব্রাহিম (আ) যে কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে আলাদা করে কোনো দরজা ছিল না। তবে দুটো প্রবেশপথ ছিল। মানুষজন পূর্বদিক দিয়ে ঢুকে পশ্চিম দিয়ে বেরিয়ে যেত।

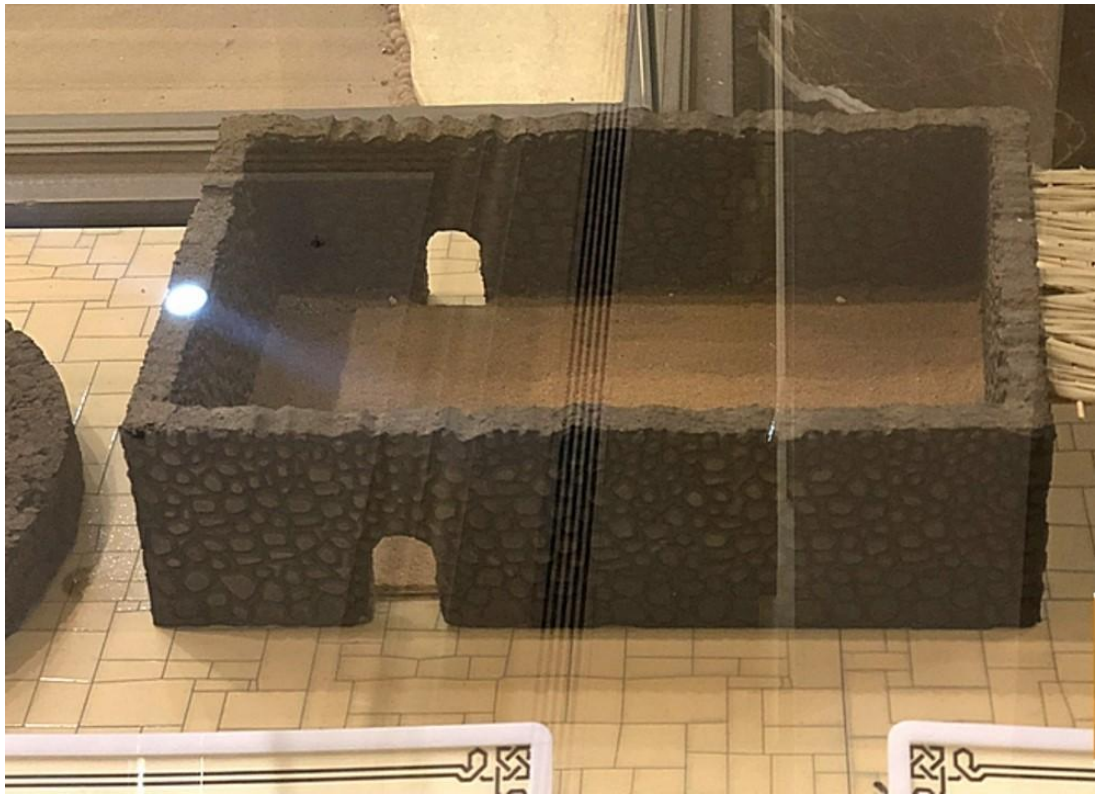

ধারণা করা হয়, কাবায় প্রথম দরজা লাগানোর ব্যবস্থা করেন ইয়েমেনের রাজা তুব্বা, ৪র্থ শতকের শেষভাগে। তিনি ইহুদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কাঠের তৈরি সেই দরজাটি ইসলাম-পূর্বই কেবল নয়, ইসলামের শুরুর দিকের দিনগুলো পর্যন্তও টিকে ছিল। তিনি জুরহুম গোত্রের নেতাদের হাতে এই দরজার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে যান।

কুরাইশরা যখন এর সংস্কার করে, তখন পূর্বদিকের দরজাটি মাটির লেভেল থেকে বেশ খানিকটা উপরে স্থাপন করা হয় যাতে যে কেউ যখন-তখন হুটহাট করে পবিত্র এই ঘরে ঢুকে পড়তে না পারে। বিপরীত দিক অর্থাৎ পশ্চিমের দরজাটি একেবারে বন্ধই করে দেয়া হয়।

৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়ের সংস্কার করে দরজাটি লম্বায় ১১ হাত দৈর্ঘ্যের করেন। কাবার দরজায় পরবর্তী বড় ধরনের পরিবর্তনটি আসে এর প্রায় এক হাজার বছর পর, ১৬৩০ সালে।ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তখন সুলতান ৪র্থ মুরাদ।সেই দরজার ডিজাইন যেন আগের দরজার মতোই হয় সেটাও নিশ্চিত করতে বলেন তিনি. তারা দুই পাল্লায় ভাগ করে দরজায় বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তোলেন, যা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় প্রায় ৯০ কেজি রুপা। পাশাপাশি স্বর্ণের বিভিন্ন নকশাও ছিল।

১৯৪৭ সালে ৩১৭ বছর পর পাল্টানো হলো কাবার দরজা।রাজা আব্দুল আজিজ (পশ্চিমে যিনি ‘ইবনে সৌদ’ নামেই পরিচিত) তার আমলে। এবারের দরজাটি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করা হয়, যার সাপোর্ট হিসেবে আবার লোহার বারও ছিল। পরবর্তীতে এর উপর রুপার পাত দিয়ে তার উপর আবার স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া হয়।

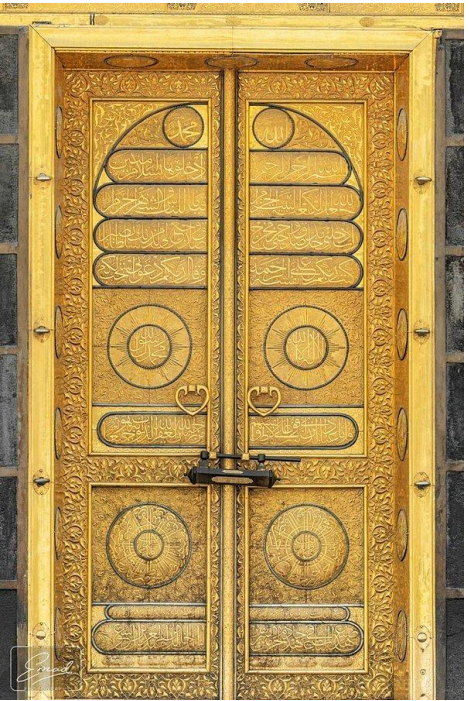

সর্বশেষ পরিবর্তন আসে ১৯৭৮ সালে।তৎকালীন সৌদি রাজা খালিদ বিন আব্দুল আজিজ। চমৎকার নকশায় সজ্জিত এই দরজার ডিজাইনার সিরীয় এক ইঞ্জিনিয়ার, নাম মুনীর আল জুন্দি। ৩.১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট সেই দরজা তৈরিতে সর্বমোট ২৮০ কেজি সোনা ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম, কোরআন শরীফের আয়াত এবং আরবি প্রবাদের পাশাপাশি ঐতিহাসিক বিভিন্ন টীকাও উঠে এসেছে।

Sisters' Forum In Islam

পবিত্র শহরকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কয়েকটি নামে উল্লেখ করেছেন

মক্কা সম্মানিত শহর। ‘বাইতুল আতিক’ পুরাতন ঘর অর্থাৎ ‘কা‘বা’র সম্মানের কারণে মক্কাকে সম্মানিত করা হয়েছে। সকল শহরের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট প্রিয় এ শহর, মুসলিমদের কিবলা ও হজের স্থান।

Sisters' Forum In Islam

এ পবিত্র শহরকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে কয়েকটি নামে উল্লেখ করেছেন:

১। মক্কা –

وَ هُوَ الَّذِیۡ کَفَّ اَیۡدِیَهُمۡ عَنۡکُمۡ وَ اَیۡدِیَکُمۡ عَنۡهُمۡ بِبَطۡنِ مَکَّةَ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ اَظۡفَرَکُمۡ عَلَیۡهِمۡ

তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে নিবারিত করেছেন, সূরা আল ফাতহঃ ২৪

২) বাক্কা-

اِنَّ اَوَّلَ بَیۡتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیۡ بِبَکَّةَ مُبٰرَکًا وَّ هُدًی لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী।

আলে ইমরানঃ ৯৬

৩) আল-বালাদঃ (বালাদের শাব্দিক অর্থ গ্রামের সদর বা কেন্দ্র স্থল।)

لَاۤ اُقۡسِمُ بِهٰذَا الۡبَلَدِ ۙ শপথ করছি এই (মক্কা) নগরের। সূরা আল বালাদঃ ১

৪) আল-কারিয়াহ: (কারীয়ার”” শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃহৎ সংখ্যার মানুষকে জমা করা, এটি গৃহীত হয়েছে।)

وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرۡیَةً کَانَتۡ اٰمِنَةً مُّطۡمَئِنَّةً یَّاۡتِیۡهَا رِزۡقُهَا رَغَدًا مِّنۡ کُلِّ مَکَانٍ

আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেথায় আসতো সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; সূরা নহলঃ ১১২ ৫) উম্মুল কুরা

وَ هٰذَا کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ مُبٰرَکٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیۡ بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَ لِتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰی وَ مَنۡ حَوۡلَهَا ؕ

আর এটি বরকতময় কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, যা তার আগের সব কিতাবের সত্যায়নকারী এবং যা দ্বারা আপনি মক্কা ও তার চারপাশের মানুষদেরকে সতর্ক করেন। (সূরা আনআমঃ ৯২)

মক্কার অন্যান্য আরো নাম রয়েছে , যেমনঃ “আননাসসাসাহ”, আল হাতেমা, আল হারাম , সালাহ, আল বাসাহ, মা’যা, আররস, আল বালাদুল আমীন, কুসা ইত্যাদি।

মক্কা শহরের গোড়াপত্তন ও কাবা ঘর নির্মানের ইতিহাস-১

সা’ঈদ ইবনু জুবাইর (রহ.) হতে বর্ণিত। ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাযেরা (আঃ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (আঃ) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) হাযেরা (আঃ) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আঃ) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা’বার ঘর অবস্থিত, ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের নিকট রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পিছু পিছু আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে কোন ব্যবস্থা। তিনি এ কথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আঃ) তাঁকে বললেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। হাযেরা (আঃ) বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)-ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন তিনি কা’বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি দু’হাত তুলে এ দু’আ করলেন, আর বললেন,

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَہۡوِیۡۤ اِلَیۡہِمۡ وَارۡزُقۡہُمۡ ১৪ : ৩৭
مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّہُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ

” হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (ইবরাহীম ৩৭)।

আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তাঁর শিশু পুত্রটিও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির দিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে।

মক্কা শহরের গোড়াপত্তন ও কাবা ঘর নির্মানের ইতিহাস-২

শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের নিকটবর্তী পর্বত 'সাফা'-কে একমাত্র তাঁর নিকটতম পর্বত হিসাবে পেলেন। অতঃপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মত ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এজন্যই মানুষ এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। অতঃপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ। যদি তোমার নিকট কোন সাহায্যকারী থাকে। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (আঃ)-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক হাউজের মত করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপচে উঠছিল। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, অতঃপর হাযেরা (আঃ) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশঙ্কা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার মত উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। অতঃপর হাযেরা (আঃ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কায় নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল।

মক্কা শহরের গোড়াপত্তন ও কাবা ঘর নির্মানের ইতিহাস-৩

রাবী বলেন, ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। অতঃপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদেরও সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদেরও কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল।

অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যদ্দিন আল্লাহ চাইলেন। অতঃপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আঃ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেমন করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল (আঃ) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে। তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনতেন, আর ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আঃ) (মাকামে ইবরাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আঃ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তারা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন এবং কা'বা ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন।২ : ১২৭ وَ اِذۡ یَرۡفَعُ اِبۡرٰهٖمُ الۡقَوَاعِدَ مِنَ الۡبَیۡتِ وَ اِسۡمٰعِیۡلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ

আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) ''হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবূল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।'' আল-বাকারাহঃ ১২৭) (২৩৬৮) (আ প্র ৩১১৪, ই ফা ৩১২২)

Sisters' Forum In Islam

মক্কা শহরের গোড়াপত্তন ও কাবা ঘর নির্মানের ইতিহাস-৪

وَ اِذۡ بَوَّاۡنَا لِاِبۡرٰهِيۡمَ مَكَانَ الۡبَيۡتِ اَنۡ لَّا تُشۡرِكۡ بِىۡ شَيۡـًٔا وَّ طَهِّرۡ بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَ الۡقَآئِمِيۡنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ ২২ : ২৬
২৬. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দণ্ডায়মান, এবং রুকূ’ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন। সূরা হজ্জঃ ২৬

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে ঘর বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলকে নিয়ে তা বানাতে বের হলেন, যখন মক্কার উপত্যকায় আসলেন তখন তিনি তার মাথার উপর ঘরের স্থানটুকুতে মেঘের মত দেখলেন, যাতে মাথার মত ছিল, সে মাথা থেকে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে বলা হলঃ হে ইবরাহীম! আপনি আমার ছায়ায় বা আমার পরিমাণ স্থানে ঘর বানান, এর চেয়ে কমাবেন না, বাড়াবেনও না। তারপর যখন ঘর বানানো শেষ করলেন, তখন তিনি বের হয়ে চলে গেলেন এবং ইসমাঈল ও হাজেরাকে ছেড়ে গেলেন, আর এটাই আল্লাহর বাণীঃ (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ)আয়াতের মর্মার্থ। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫৫১]
সহীহ ব্ণৰনানুসারে ইবরাহীম আলাইহিস সালামই প্রথম কা’বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমরা তাকে হবু ঘরের স্থান দেখিয়েছিলাম। এ অর্থ হবে না যে, সেখানে ঘর ছিল আর তা নষ্ট হয়ে যাবার পরে আবার তা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্মাণের জন্য দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াত থেকেই অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামই প্রথম আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন। তার পূর্বে সেটি নির্মিত হয়নি। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাস। আমি বললাম, এ দুয়ের মাঝখানে কত সময়? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। [বুখারী: ৩৩৬৬; মুসলিম: ৫২০]

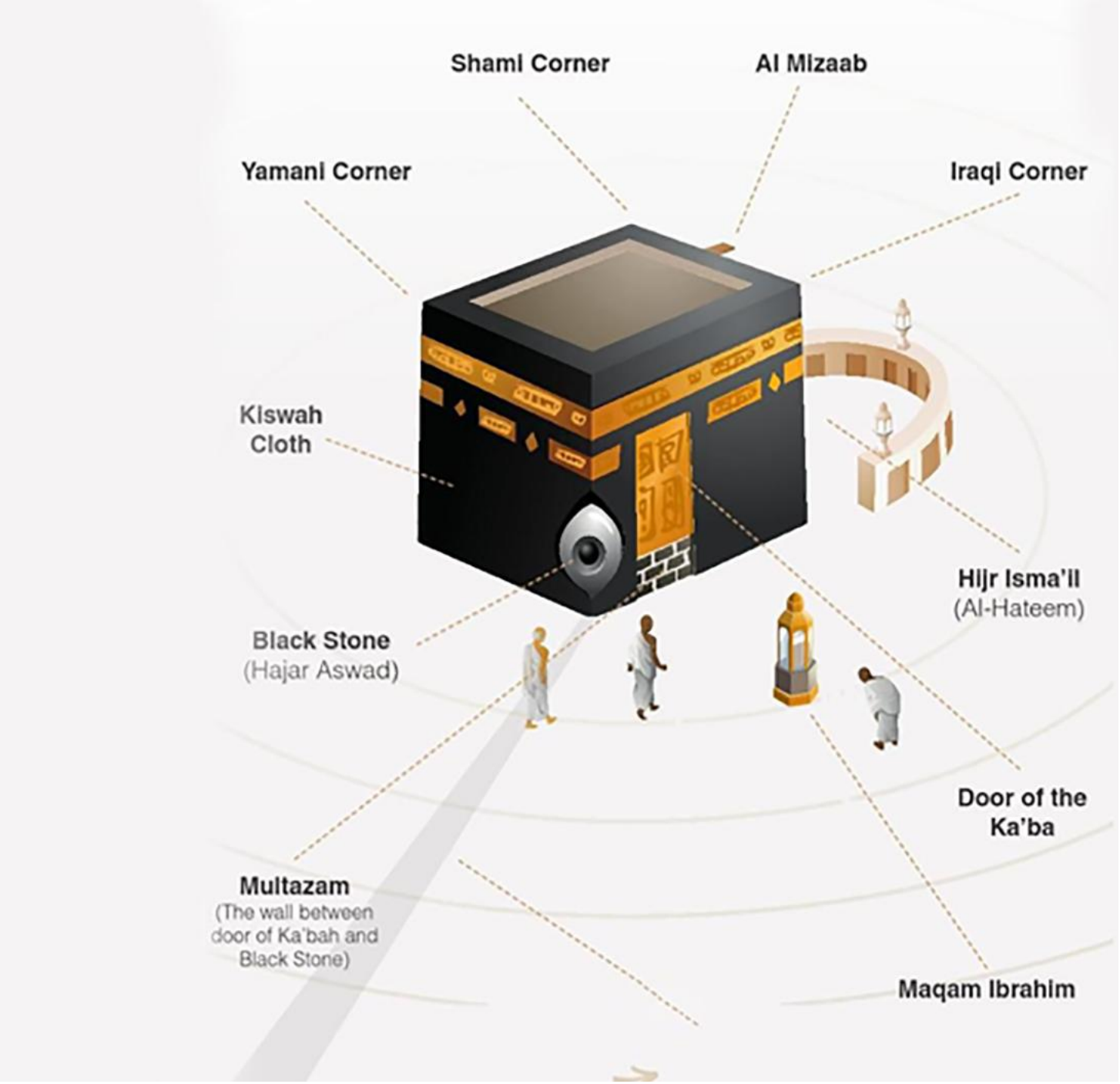

আল-মসজিদুল হারাম

কা'বা শরীফ ও তার চারপাশের মাতাফ, মাতাফের ওপারে বিল্ডিং, বিল্ডিংয়ের ওপারে মার্বেল পাথর বিছানো উন্মুক্ত চত্বর- এগুলো মিলে বর্তমান আল-মসজিদুল হারাম গঠিত। কারও কারও মতে পুরো হারাম অঞ্চল আল-মসজিদুল হারাম হিসেবে বিবেচিত।

ইয়াকুত আল-হামাওয়ী "মু'জাম আল-বুলদান" গ্রন্থে (৫/১৪৬) বলেন: "কাবা শরিফের চারপাশে সর্বপ্রথম যিনি প্রাচীর নির্মাণ করেন তিনি হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা আবু বকরের যুগে এর চারপাশে কোনো দেয়াল ছিল না।

কাবা ঘরের চারটি কর্ণারের নাম আছে। এই নামগুলো রাসূল ﷺও সাহাবীদের যুগ থেকে প্রচলিত।

রুকনে ইরাকি: এ কর্ণারটি ইরাকের দিকে অবস্থিত তাই এটিকে ইরাকি কর্ণার বা রুকনে ইরাকি বলা হয়।

রুকনে শামি: শাম তথা সিরিয়ার দিকে এই কর্ণারটি অবস্থিত।

রুকনে ইয়ামানি: ইয়ামানের দিকে অবস্থতি বলে একে রুকনে ইয়ামানি বলে।

হাজরে আসওয়াদ কর্ণার: এই কর্ণারে হাজরে আসওয়াদ বসানো আছে। এই কর্ণার থেকে কাবা ঘরের তাওয়াফ শুরু ও শেষ হয়।

হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)

পবিত্র কাবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, জমিন থেকে ১.১০ মিটার উচ্চতায় হাজরে আসওয়াদ । হাজরে আসওয়াদ দীর্ঘে ২৫ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার। শুরুতে হাজরে আসওয়াদ একটুকরো ছিল, কারামিতা সম্প্রদায় ৩১৯ হিজরীতে পাথরটি উঠিয়ে নিজেদের অঞ্চলে নিয়ে যায়। সেসময় পাথরটি ভেঙে ৮ টুকরায় পরিণত হয়। এ টুকরোগুলোর সবচেয়ে বড়োটি খেজুরের মতো। টুকরোগুলো বর্তমানে অন্য আরেকটি পাথরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যার চার পাশে দেয়া হয়েছে রুপার বর্ডার। রুপার বর্ডারবিশিষ্ট পাথরটি চুম্বন নয় বরং তাতে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের টুকরোগুলো চুম্বন বা স্পর্শ করতে পারলেই কেবল হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ করা হয়েছে বলে ধরা হবে।

হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে নেমে-আসা একটি পাথর নাসায়ি : ৫/২২৬ , আলাবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন: সহিহু সুনানিন নাসায়ি : ২৭৪৮)

যার রং শুরুতে—এক হাদিস অনুযায়ী—দুধের বা বরফের চেয়েও সাদা ছিল। পরে আদম-সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দেয়। তিরমিযি : হজ্জ অধ্যায় (৮৭৭)

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়।নাসায়ি :৫/২২১; আলাবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, নং ২৭৩২)

হাজরে আসওয়াদের একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট রয়েছে, যে ব্যক্তি তাকে চুম্বন-স্পর্শ করল, তার পক্ষে সে কিয়ামতের দিন সাক্ষী দেবে। আহমদ: ১/২৬৬; আলবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (দ্রঃ সহিহ ইবনে মাযাহ, নং ২৩৮১)

তবে হাজরে আসওয়াদ কেবলই একটি পাথর যা কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ কোনোটাই করতে পারে না।ওমর (র) বলেছেন, - إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি কল্যাণ অকল্যান কোনোটাই করতে পার না। (বোখারি : ৩/৪৬২)

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুই ইয়ামানী রুকন ব্যতীত বায়তুল্লাহর অন্য কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি। সহীহ মুসলিম (ই ফাঃ ২৯২৭, ই সেঃ ২৯২৬)

ইয়েমেনি কোণা স্পর্শ করার ফজিলত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কালো পাথর এবং ইয়েমেনি কোণা স্পর্শ করলে পাপ মুছে যায়।” (ইবনে উমর থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন; আল-আলবানী সহীহ আল-জামি, নং 2194)।

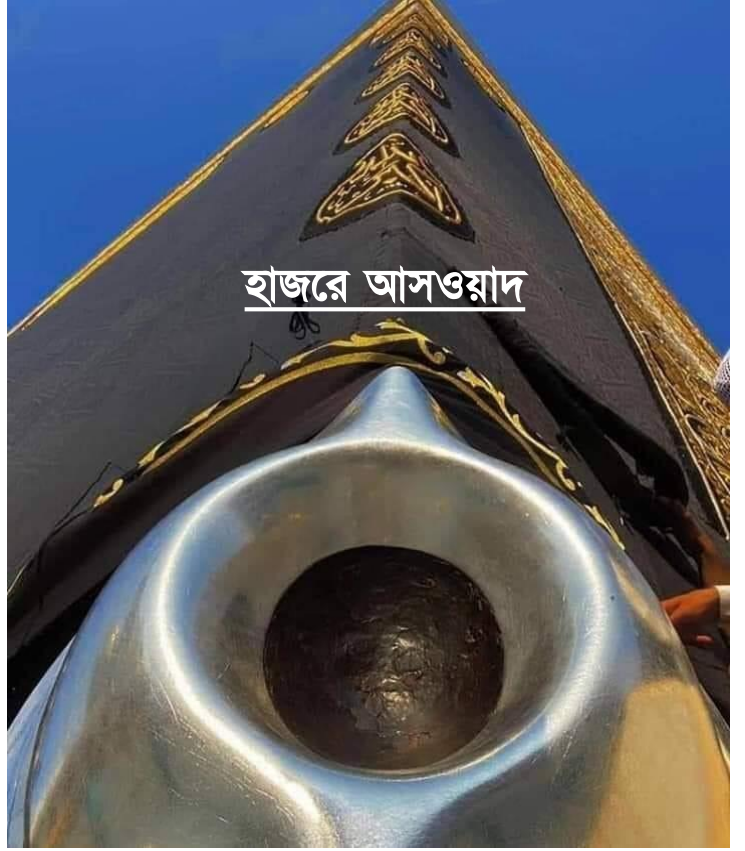

হাতিম বা হিজরঃ

পবিত্র কাবা শরিফের উত্তর পাশের অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল ঘেরা স্থান। এক সময়ে এ জায়গাটুকু কাবা ঘরের অংশ ছিল। বর্তমানে জায়গাটিকে একটি অর্ধবৃত্তাকার মোটা দেয়ালের উপরে তিনটি সবুজ বাতির লম্ব দিয়ে হাজিদের তাওয়াফকারীদের নফল সালাত পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন কাবার কাছে 'হাতিমে'র অংশটুকু কাবার অর্ন্তভুক্ত অংশ কিনা। রাসূল (সা.) সম্মতিসূচক উত্তর দিলে তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তাহলে কেন এটি কাবার সাথে যুক্ত না। রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, কারণ তোমার লোকদের (কুরাইশ) কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিলো না।" (বুখারী)

আবু দাউদ (২০২৮), আল-তিরমিযী (৮৭৬) এবং আল-নাসাঈ (২৯১২) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: আমি কাবা ঘরে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার হাত ধরে হিজরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন: "যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে হিজরে সালাত আদায় করো, কারণ এটি ঘরের একটি অংশ, কিন্তু তোমার সম্প্রদায় যখন কাবা ঘর (পুনরায়) নির্মাণ করেছিল তখন তাদের অর্থের অভাব ছিল, তাই তারা এটি ঘরের বাইরে রেখে গিয়েছিল।"

হাতিম বা আল হিজরে নফল সালাত পড়া যায়। এটা পড়া মুস্তাহাব।

যমযম কূপ (আরবি: زمزم যম যম', যার অর্থ অনেকের মতে, 'থামো! থামো!।মক্কায় মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি কুয়া। এটি কাবা থেকে (৬৬ ফুট) পূর্বে অবস্থিত।

জাহেলি যুগে জুরহাম গোত্র খোজায়া গোত্র কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত হয়ে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এই কূয়ায় তারা মাটি ভরাট করে দেয়। এর প্রায় সাড়ে চার শ বছর পর স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মুত্তালিব স্বীয় পুত্র হারেসকে সঙ্গে নিয়ে তা আবার খনন করেন।

আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন, তাঁকে জমজম কূপ খননের জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে জায়গাও দেখিয়ে দেওয়া হয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি জমজম কূপ খনন শুরু করলেন। এতে দুটি জিনিস আবিষ্কৃত হয়। এক. জুরহাম গোত্র মক্কা থেকে চলে যাওয়ার সময় জমজমের ভেতর তলোয়ার, অলংকার ও সোনার দুটি হরিণ ফেলে গিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিব উদ্ধারকৃত তলোয়ার দিয়ে দরজা লাগালেন। সোনার দুটি হরিণও দরজায় ফিট করেন এবং হাজিদের জমজম কূপের পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেন।

যমযম কুপই ছিল বর্তমান মক্কা আবাদ হওয়ার প্রধান অবলম্বন। যমযম ধারণ করে আছে ত্যাগ ও বিসর্জনের এক ইতিহাস। এ পানি যেন পানি নয়; বরং হাজেরা-ইবরাহীম-ইসমাঈলের (আলাইহিমুস সালাম) ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহর রহমতের ঝর্ণাধারা।আল্লাহর কুদরতের মহা নিদর্শনরূপে স্থায়ী হয়ে আছে যমযম কূপ।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ.

* যমযম ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ও রোগ থেকে মুক্তি। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানীঃ ১১১৬৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ৫৭১২

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ:

* এটা বরকতময় পানি। এতে রয়েছে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য। (সহীহ মুসলিমঃ ২৪৭৩)

* যে উদ্দেশ্যে যমযম পান করা হবে তা পূরণ হয়। যদি তুমি রোগমুক্তির জন্য তা পান কর আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে দেবেন। -মুসতাদরাকে হাকেমঃ ১৭৩৯

* হযরত ইবনে আব্বাস রা. নিজেও রোগমুক্তির জন্য যমযম পান করতেন এবং এ দুআ পড়তেন-

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক ও সব রোগ থেকে মুক্তি চাই। -মুসতাদরাকে হাকেমঃ ১৭৩৯

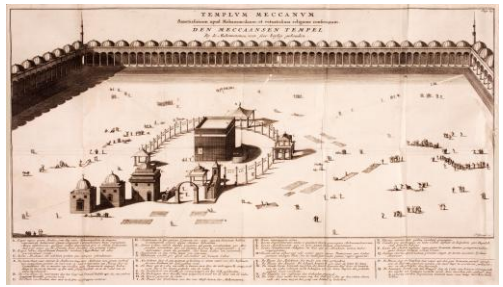

before 1803

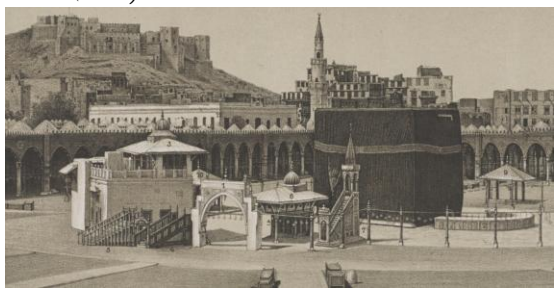
1888

যমযম কূপের প্রবেশদ্বার

মুলতাযাম

হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে।আল মুসান্নাফ লি আব্দির রাজ্জাক : ৫/৭৩

মুলতাযাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ এঁটে থাকার জায়গা' সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় এসে মুলতাযামে যেতেন ও দু'হাতের তালু, দু'হাত, ও চেহারা ও বক্ষ রেখে দোয়া করতেন। বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বে বা পরে অথবা অন্য যে কোনো সময় মুলতাযামে গিয়ে দোয়া করা যায়।

মুলতাযাম ধরার ক্ষেত্রে বিদায়ি অবস্থা ও অন্যান্য অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর সাহাবগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন এরূপ করতেন।শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মজমূউল ফতুওয়া : ২৬/১৪২

আরবিতে 'মিজাব' অর্থ 'জলপ্রবাহ' বা 'থুতনি' (spout)।

Sisters' Forum In Islam

মাকামে ইব্রাহীম

মাকাম শব্দের আভিধানিক অর্থ, দন্ডায়মান ব্যক্তির পা রাখার জায়গা। আর মাকামে ইব্রাহীম বলতে সেই পাথরকে বুঝায় যেটা কাবা শরীফ নির্মাণের সময় ইসমাইল নিয়ে এসেছিলেন যাতে পিতা ইব্রাহীম এর ওপর দাঁড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করতে পারেন। ইসমাইল (আঃ) পাথর এনে দিতেন, এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পবিত্র হাতে তা কাবার দেয়ালে রাখতেন। উর্ধ্বে উঠার প্রয়োজন হলে পাথরটি অলৌকিকভাবে ওপরের দিকে উঠে যেত। সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে এসেছে—৩ : ৯৭ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম

-ইব্রাহীম (আঃ) এর পদচিহ্নের একটি ১০ সেন্টিমিটার গভীর, ও অন্যটি ৯ সেন্টিমিটার। লম্বায় প্রতিটি পা ২২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১১ সেন্টিমিটার।

বর্তমানে এক মিলিয়ন রিয়েল ব্যয় করে মাকামের বক্সটি নির্মাণ করা হয়েছে। পিতল ও ১০ মিলি মিটার পুরো গ্লাস দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এটি। ভেতরের জালে সোনা চড়ানো। হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইব্রাহীমের দূরত্ব হল ১৪.৫ মিটার।

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় করলে সালাত হয়ে যায়।

তিরমিযী ও আহমাদ আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, রুকন ও মাকাম জান্নাতের দুটি মূল্যবান পাথর, যার নূর আল্লাহ নিভে দিয়েছেন। যদি তিনি তাদের নূর নিভিয়ে না দিতেন, তবে তা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সবকিছুকে আলোকিত করে দিত।(সুনানে তিরমিযী, ৮০৪)।

মাতাফ

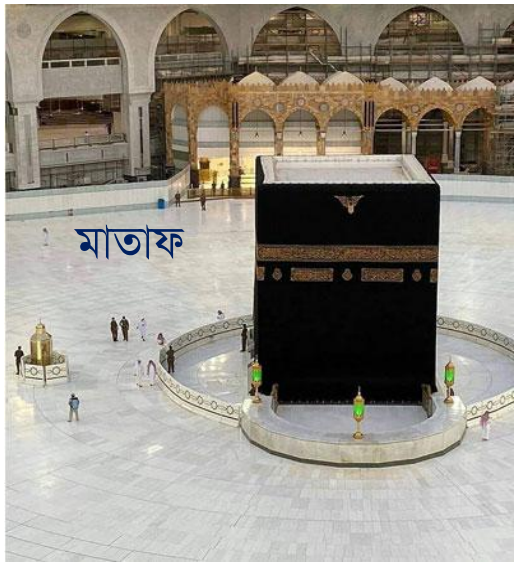

কাবা শরীফের চার পাশে উন্মুক্ত জায়গাকে মাতাফ বলে। মাতাফ শব্দের অর্থ, তাওয়াফ করার জায়গা। মাতাফ সর্বপ্রথম পাকা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, কাবার চার পাশে প্রায় ৫ মিটারের মত। কালক্রমে মাতাফ সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে শীতল মারবেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে মাতাফ যা প্রচন্ড রোদের তাপেও শীতলতা হারায় না, ফলে হজ্জকারীগণ আরামের সাথে পা রেখে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেন।

جَزَاكُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا
Sisters' Forum In Islam